অর্পিত সম্পত্তি আইনে বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের বঞ্চনার কারণ ও পরিণাম অনুসন্ধান: বাস্তব সমাধানের কাঠামো[১]

ড. আবুল বারকাত

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন, আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের বঞ্চনা-দুর্দশা, সম্ভাব্য সমাধানের সম্ভাব্য অভিঘাত ও প্রতিফল, আর্থ-সামাজিক বৈষম্যজনিত বিষয়াদি ইত্যাদি সম্পর্কে বিগত কয়েকদিন দেশে-বিদেশে পত্র-পত্রিকা ও রেডিও-টিভিতে অনেক ধরণের কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক চলছে। বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য পরিকল্পিতভাবে সচেতন প্রয়াসও অব্যাহত আছে। দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে আপনারা বিষয়গুলি নিশ্চয়ই অনুধাবন ও অনুসরণ করছেন। মূল বিষয় সম্পর্কে আমাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল আমরা আপনাদের সামনে ৫০৮ পৃষ্ঠার পুস্তকে উপস্থাপন করেছি। আজকের অনুষ্ঠানে এ দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমাদের বিশ্লেষিত বিষয়াদি মূল্যায়ন ও আলোচনা করবেন। সমগ্র বিষয়টির বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধানে বহু বিনিদ্র রজনী যাপনের পরেও সামগ্রিক বিশ্লেষণ নিচ্ছিদ্র হয়েছে এমনটি ভাববার কোনো কারণ নেই, সে জন্য আমরা যে কোনো গঠনমুলক সমালোচনা সানন্দে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। যেহেতু অনেকেই বিষয়ের বিভিন্নমুখী দিক সম্পর্কে আলোচনা করবেন, সেহেতু রচয়িতা দলের প্রধান ও সম্পাদক হিসেবে আমি আমাদের গবেষণা ফলাফল ও সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে পুস্তকে উদ্ধৃত বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্যসমূহের মধ্যে আমাদের বিচারে যেগুলো অতিব গুরুত্বপূর্ণ শুধু সেগুলো উপস্থাপন করতে চাই।

আমাদের পুস্তকটির প্রকাশকাল (জুলাই ২০০০) ও অর্পিত সম্পত্তি আইন বিষয়ে সরকারের সক্রিয় কর্মকাণ্ডের সময়কাল মিলে যাবার কারণেই সম্ভবত গত মাসখানেক যাবৎ পত্র-পত্রিকাসহ BBC রেডিও এবং সেই সাথে সমস্যার সমাধানে অনাগ্রহী (অথবা বিরোধী পক্ষ) সকলেই আমাদের প্রশ্নবাণে (বলা যায়) জর্জরিত করে ফেলেছেন। এটা স্বাভাবিকও বটে। আসলে ৩৫ বছর যাবৎ যদি কোনো বৈষম্যমূলক আইন মানুষকে (বিশেষ সম্প্রদায়, গোষ্ঠি, উপজাতি ইত্যাদি) নির্যাতন করে তাহলে বিষয়টির সুরাহার প্রশ্ন বিভিন্ন কারণে স্পর্শকাতর হবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমরা কি করেছি-এ বিষয়ে আগ্রহের তুলনায় আমরা কেন করলাম (অভিযোগ আকারে) - বিষয়টি কিছু জনের কাছে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। এ প্রশ্নের এককথায় উত্তর হ'ল - মানব উন্নয়ন দর্শনে গভীর বিশ্বাস থেকেই আমরা কাজটি করেছি। আমরা গণতন্ত্রী হবার জন্য প্রতিযোগিতা করি, কিন্তু প্রায়শই ভুলে যাই যে বিশ্বাস-কাঠামো (mind set) ধর্মনিরপেক্ষ না হলে প্রকৃত গণতন্ত্রী হওয়া সম্ভব নয়। আমরা বিশ্বাস করি যে মানব উন্নয়ন হ'ল স্বাধীনতা মধ্যস্থতাকারী একটি প্রক্রিয়া (Development =Freedom-mediated process)। আর এই প্রক্রিয়ায় মানুষের (ধর্ম-মত নির্বিশেষে) জন্য পাঁচ ধরণের স্বাধীনতা নিশ্চিত হ'তে হবে - অর্থনৈতিক সুযোগ (economic opportunities), সামাজিক সুবিধাদি (social facilities), রাজনৈতিক স্বাধীনতা (political freedom), স্বচ্ছতার গ্যারান্টি (transparency guarantee), ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা (protective security)। আমরা দেখিয়েছি যে শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন হিন্দু সম্প্রদায়ের উল্লিখিত পাঁচ ধরণের স্বাধীনতা খর্ব করার মাধ্যমে দেশ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে। শুধু তাই নয়, এ আইন আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণার পরিপন্থী, সংবিধান পরিপন্থী, মানবাধিকার পরিপন্থী, জন্মসূত্রে মালিকানাসূত্রের পরিপন্থী ও সভ্যতা বিরোধী।

স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে- এ ধরণের সাম্প্রদায়িক আইন কেন করা হয়েছিল? প্রকৃতপক্ষে আমাদের পদানত রাখার ভিত্তিকে মজবুত করার স্বার্থে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা "বিভক্ত কর ও শাসন কর"

[১] প্রিপ ট্রাস্ট (PRIP Trust), ও এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ALRD) আয়োজিত "অর্পিত সম্পত্তি আইনে বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের বঞ্চনার কারণ ও পরিণাম অনুসন্ধান: বাস্তব সমাধানের কাঠামো" শীর্ষক ইংরেজি গ্রন্থের প্রকাশনা উপলক্ষে রচিত/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, নীলক্ষেত, ঢাকা: সেপ্টেম্বর ২১, ২০০০/ আশ্বিন ০৬, ১৪০৭

পদ্ধতির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করেছিল। যা পরবর্তীকালে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। পাকিস্তানের সামন্ত-সেনাশাসকেরা জন্ম সূত্রেই ছিলেন বাংলাভাষা ও বাঙালী বিরোধী। সুতরাং তারা শুরু থেকেই বাংলা ও বাঙালী জব্দ করার পথ খুঁজেছেন। পাকিস্তানের শুরুর দিকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশি, এবং ১৯৪১ সনে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষি জনসংখ্যার ২৮ শতাংশ ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। সুতরাং বাংলাভাষি ব্যাপক হিন্দু জনগোষ্ঠিকে কোনো কায়দায় সম্পদচ্যুত, ভূমিচ্যুত ও দেশচ্যুত করতে পারলেই পাকিস্তানী শাসকদের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। ১৯৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধ সেই সুযোগ সৃষ্টি করলো। পাকিস্তানী সামন্ত-সেনা শাসকরা কোনো রকম কালক্ষেপণ না করেই "শত্রু সম্পত্তি আইন" জারি করলেন। যে আইনের মূলমন্ত্র হ'ল হিন্দুস্থান=শত্রু স্থান, ও হিন্দু (যেখানেই বাস করুক না কেন) = শত্রু। সুতরাং এ আইন বলে 'হিন্দু' ও 'শত্রু' সমার্থক শব্দ। আইনটি স্বাধীনতা উত্তরকালে অর্পিত সম্পত্তি নামে বলবৎ আছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে শত্রু/অর্পিত সম্পত্তির মত বর্বর আইনটি বিগত তিন দশকের অধিককাল যাবৎ বলবৎ থাকলেও এ বিষয়ে সমাজ সচেতন বিজ্ঞানীরা যে কোনো কারণেই হোক বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা করেন নি। অনেকেই মনে করতেন যে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করা পদ্ধতিতাত্ত্বিক (methodological) দিক থেকে প্রায় অসম্ভব অথবা দুরূহ। ধারণাটি সম্ভবত ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। ১৯94 সনে ALRD বিষয়টি জাতীয় গুরুত্ববহ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে। তাদের গবেষক অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় আমাদের সাথে যোগাযোগ ঘটে। আমরা ক্ষুদ্র স্কেলে প্রথম গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করি ১৯৯৬ সনে, এবং ১৯৯৭ সনে "Political Economy of the Vested Property Act in Rural Bangladesh" শীর্ষক একটি পুস্তক প্রকাশ করি (প্রকাশক ALRD)। বিষয়টি নিয়ে ALRD ও ADAB বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে অবহিতকরণ ও জনমতসৃষ্টি কর্মশালা আয়োজন করে যেখানে আমাদের গবেষকদলের সদস্যরা মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। মত-পথ নির্বিশেষে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে বিষয়টির গুরুত্ব, জটিলতা ও সারবস্তু সম্পর্কে অধিকতর নিশ্চিত হবার স্বার্থে তুলনামূলক গভীর ও বৃহদায়তন গবেষণা অপরিহার্য। ১৯৯৬ সনে PRIP Trust-এর আর্থিক সহযোগিতায় আমরা আমাদের দ্বিতীয় গবেষণা কাজটি করি যা ১৯৯৭ সনে সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে বেশ কিছু আলাপ-আলোচনা, মতবিনিময় ও তর্ক-বিতর্ক হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে প্রেক্ষাপটসহ গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষিত বিষয়ের উপস্থাপন পদ্ধতি বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের উৎপত্তির কারণ সম্বলিত দিকসমূহ তুলে ধরা হয়েছে (যে বিষয়ে বিস্ত ারিত আছে আমাদের প্রথম পুস্তকে)। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু একই আইনের অভিঘাত। তবে তৃতীয় অধ্যায়ের ভিত্তি হ'ল সরকারি তথ্য (তহসিল অফিসের), আর চতুর্থ অধ্যায়ের ভিত্তি হ'ল আমাদের নমুনা জরিপ ভিত্তিক তথ্য। ষষ্ঠ থেকে একাদশ অধ্যায়ে শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত মোট ৫০-টি কেসস্টাডি উপস্থাপন করা হয়েছে। ৫০-টি কেসের প্রতিটির সারবস্তু বিশ্লেষণ করে প্রত্যেকটির জন্য সাযুজ্যপূর্ণ নামকরণসহ প্রযোজ্য ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। 'অর্পিত সম্পত্তি বেদখল প্রক্রিয়ার পদ্ধতি' এই মানদণ্ডে ছয়টি অধ্যায় বিভাজিত হয়েছে। আবার প্রতিটি অধ্যায়ে সুনির্দিষ্ট 'কেস' উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি ব্যবহৃত হয়েছে। কেস স্টাডি ভিত্তিক ছয়টি অধ্যায়ের উপস্থাপন কৌশল ও সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিষয়াদি নিয়ে রচিত হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়। সর্বশেষ, অর্পিত সম্পত্তি আইন উদ্ভুত বঞ্চনা সমস্যা সমাধানের কৌশল উপস্থাপিত হয়েছে দ্বাদশ অধ্যায়ে। গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নমালা ও সংশ্লিষ্ট রেফারেন্স পুস্তকসমূহের বিবরণ আছে পুস্তকের শেষে।

আমরা গবেষণায় কি পেয়েছি এবং কি বলতে চেয়েছি - বিষয়গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য আছে আমাদের পুস্তকে। আজকের নির্ধারিত আলোচকদের অনেকেই সম্ভবত: বিষয়গুলির ভিন্ন ভিন্ন দিক উপস্থাপন করবেন। এটা ধরে নিয়েই আমাদের মূল 'ফলাফল' গুলোর কয়েকটি তুলে ধরা প্রয়োজন বোধ করি।

১) প্রায় ১০ লক্ষ হিন্দু খানা (household) শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা মোট হিন্দু খানার ৪০ শতাংশ।

২) এই আইনে ভূমি-চ্যুতির পরিমাণ ২১ লক্ষ একর যা হিন্দু সম্প্রদায়ের মূল ভূমি মালিকানার (আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আগের তুলনায়) ৫৩ শতাংশ।

৩) ক্ষতিগ্রস্ত ২১ লক্ষ একরের প্রায় ৮২ ভাগ কৃষিজমি, ১০ ভাগ বসতভিটা, ২ ভাগ বাগান, ২ ভাগ পুকুর, ১ ভাগ পতিত ও ৩ ভাগ অন্যান্য।

৪) ক্ষতিগ্রস্ত ২১ লক্ষ একর ভূসম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য ১,২০,৯৬০ কোটি টাকা।

৫) ক্ষতিগ্রস্ত খানা প্রতি গড় ক্ষতির পরিমাণ ২৮৩ ডেসিমেল, যার মধ্যে ২১৯ ডেসিমেল (আইনে) সরাসরি ক্ষতি ও বাদবাকী ৬৪ ডেসিমেল ক্ষতি পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা ও ক্ষতিজনিত আর্থিক দূর্বলতা কাটিয়ে উঠতে ব্যয়িত হয়েছে।

৬) ক্ষতিগ্রস্ত খানার ৭৮ ভাগ হারিয়েছেন কৃষি জমি, ৬০ ভাগ হারিয়েছেন বসতভিটা ও ২০ ভাগ হারিয়েছেন অন্যান্য ভূ-সম্পত্তি।

৭) অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাবে ভূমিচ্যুতির পাশাপাশি ব্যাপকহারে স্থানান্তরযোগ্য সম্পদচ্যুতিও (movable assets) ঘটেছে। আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আগের তুলনায় বর্তমানে এ সম্পদ প্রায় ৬.৫ গুণ হ্রাস পেয়েছে। যার ফলে মোট ক্ষতির বর্তমান মূল্যমান হবে প্রায় ২৯,৫৬০ কোটি টাকা।

৮) অর্পিত সম্পত্তি আইনে আর্থিক ক্ষতির মোট মূল্যমান হবে বর্তমান বাজার দরে কমপক্ষে ১,৫০,৫২০ কোটি টাকা (৪ ও ৭নং আইটেম এর যোগফল), যা আমাদের বর্তমান মোট জাতীয় উৎপাদনের ৮৮ শতাংশ।

৯) উল্লিখিত আর্থিক ক্ষতি মোট প্রকৃত ক্ষতির একটি অংশ মাত্র। আসলে শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে প্রকৃত ক্ষতির আর্থিক মূল্যমান নিরূপণ সম্ভব নয়। কারণ পুস্তকে উপস্থাপিত ৫০টি কেস স্টাডিতে বিস্তারিতভাবে বিবৃত মনুষ্য দুর্দশা, বঞ্চনা, জোরপূর্বক পারিবারিক বন্ধন বিচ্যুতি, মানসিক যন্ত্রণা, শারীরিক বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট, ভয়-ভীতির কারণে বিনিদ্র রজনী যাপন, মা'এর পুত্রশোক আর সন্তানের মাতৃশোক, মাতৃভূমি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ, মানব সম্পদ বিনষ্ট, স্বাধীনতাহীনতা - এ সকল ক্ষতির আর্থিক মূল্যমান নির্ধারণ করা কোনো হিসাব বিশারদের পক্ষেই সম্ভব নয়।

১০) গত ৩৫ বছরে বিভিন্ন সরকারের আমলে ক্ষতির পরিমাণ ও মাত্রা ছিল বিভিন্ন। এই আইনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ৬০ ভাগ ও মোট ভূমিচ্যুতির ৭৫ ভাগই হয়েছে ১৯৬৫-৭১ সনের মধ্যবর্তী সময়ে। মোট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ২০.৬ ভাগ ও মোট ভূমিচ্যুতির ১৩.৬ ভাগ ঘটেছে ১৯৭৬-৯০ সনের মধ্যবর্তী সময়ে।

১১) শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ৫৬ শতাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উত্তরাধিকারীদের কমপক্ষে একজন হয় মৃত্যুবরণ করেছেন অথবা দেশ ত্যাগ করেছেন।

১২) শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে হিন্দুসম্পত্তি তালিকাভূক্তিকরণ ও পরবর্তীতে সেগুলির বেদখল প্রক্রিয়াটি জটিল। এই প্রক্রিয়ার দুই প্রধান নায়ক হলেন - স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠি ও ভূমি অফিস (তহসিল ও এ সি ল্যান্ড)। সম্পদ দখল হয়েছে প্রধানত ছয় ভাবে-

ক) স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ভূমি অফিসের সাথে যোগসাজশে উদ্দেশ্য সাধন করেছেন (৬৩ ভাগ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য);

খ) স্থানীয় প্রভাবশালী মহল বিভিন্ন ধরণের বল প্রয়োগ করেছেন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, মাস্তান, জোরপূর্বক বাড়ী থেকে উচ্ছেদ, অভিগমনে বাধ্য করা, ভয়ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি (৩০ ভাগ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য);

গ) স্থানীয় প্রভাবশালী মহল জাল দলিল-দস্তাবেজ, কাগজপত্র তৈরি করে ভূসম্পত্তি দখল করেছেন (১৬ ভাগ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য);

ঘ) প্রকৃত মালিক/উত্তরাধীকারীদের একজনের মৃত্যু অথবা দেশত্যাগ শত্রু/অর্পিত করণের কারণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (৩৩ ভাগ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য);

ঙ) ভূমি অফিসের কর্মকর্তারা নিজেরাই অবৈধ দখল করেছেন (৪২ ভাগ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য);

চ) সম্পদ বেদখল প্রক্রিয়ায় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ভাগ-চাষীদের (জমির ক্ষেত্রে)/ ভাড়াটেদের (বসতবাড়ীর ক্ষেত্রে) ব্যবহার করেছেন (৬ ভাগ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য)।

১৩) 'শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন' বিষয়টি কোনো অর্থেই হিন্দু বনাম মুসলমান সমস্যা নয়। যারা বিষয়টিকে এভাবে দেখতে চান তাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত হীন ও সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক। বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে বলপূর্বক অন্যের সম্পত্তি দখল করার একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া মাত্র, যে প্রক্রিয়ায় লুটপাটের ভাগীদার হয় গুটি কয়েক প্রভাবশালী ব্যক্তি/শ্রেণী/গোষ্ঠি। সম্পত্তি হিন্দুর না'কি মুসলমানের না'কি সাঁওতালদের তাতে তাদের কিছুই আসে যায় না। সম্পত্তি সম্পত্তি কি না এবং কার সম্পত্তি/কোন অবস্থায় অপেক্ষাকৃত সহজে বেদখল করা যায় সেগুলিই জোর দখলকারীদের জন্য মূল বিষয়। এ দিক থেকে সমস্যাটি হ'ল একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত ১০ লক্ষ হিন্দু পরিবার (যারা ২১ লক্ষ একর ভূমিসহ বহুধরণের সম্পদ খুঁইয়েছেন) আর অন্যদিকে ৪ লক্ষ ভূসম্পত্তি জবরদখলকারীর একটি গোষ্ঠি। কারণ-পরিণাম সম্পর্কের বিচারে এই ৪ লক্ষ জবরদখলকারীদের ধর্মীয় পরিচিতি আদৌ কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। যদি ধরেও নেই যে এই ৪ লক্ষ জোরদখলকারীর সকলেই মুসলমান নামধারী, সেক্ষেত্রে তারা এ দেশের মোট মুসলমান জনগোষ্ঠির মাত্র ০.৩৬ ভাগ। অর্থাৎ আমাদের দেশের মুসলমান জনগোষ্ঠির ৯৯.৬৪ ভাগই (যাদের অধিকাংশই দরিদ্র থেকে মধ্যশ্রেণীভুক্ত) অন্যের সম্পদ জোরদখলের সাথে কোনো ভাবেই সম্পৃক্ত নন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে দেশের মানুষ ব্রিটিশ ঔপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন করেছেন এবং যে দেশের মানুষ পাকিস্তানী সামন্ত শাসক-শোষক বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সে দেশে 'শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন' বিষয়টিকে যারা হিন্দু বনাম মুসলমান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা করছেন তাদের সুদূরপ্রসারী হীন উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট মাত্রায় সচেতন হতে হবে। অন্যথায় স্বাধীনতা ও মুক্তির মূল Spirit-টিই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

১৪) শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পদ যারা লুন্ঠন করেছেন তাদের কেউই লুন্ঠন কালীন গ্রামের দরিদ্রশ্রেণীভূক্ত ছিলেন না, অধিকাংশেই ছিলেন স্থানীয় প্রভাববলয়ের মাতব্বর গোষ্ঠিভুক্ত ও অপেক্ষাকৃত স্বচছল ব্যক্তি। অন্যের সম্পদ লুন্ঠন করা তাদের অন্তর্নিহিত চরিত্রের অংশ; সেটাই তাদের ধর্ম এবং সে ধর্মই তারা পালন করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় অন্যায় প্রশ্রয়কারী রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাজনীতির সাথে তাদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ সুস্পষ্টভাবে কাজ করেছে। জোরদখলকারী সুবিধাভোগীদের রাজনৈতিক অবস্থান চমকপ্রদ - তারা সদা-সর্বদা সরকার ও ক্ষমতার কাছাকাছি। লুন্ঠনকালীন সুবিধাভোগীদের ৪৪ শতাংশ মুসলীম লীগ, প্রায় ২০ শতাংশ বিএনপি, প্রায় ১৭ শতাংশ আওয়ামী লীগ, ৫ শতাংশ জাতীয় পার্টি, ১ শতাংশ জামায়াতে ইসলামী রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৯৫ সনের (অর্থাৎ বি এন পি সরকারের আমলে) স্টাডিতে দেখা যায় যে লুন্ঠনকারীদের ৭২ শতাংশ বি এন পি-র সাথে ও ১১ শতাংশ আওয়ামী লীগের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আর ১৯৯৭ সনের (অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে) স্টাডিতে দেখা যায় যে লুন্ঠনকারীদের ৪৪ শতাংশ আওয়ামী লীগের সাথে ও ৩২ শতাংশ বিএনপি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৯৭ সনের স্টাডিতে লক্ষ করা যায় যে, লুন্ঠনকারীদের ৪৪ শতাংশ শাসকদলের সাথে সম্পৃক্ত আর অনুরূপ ৪৪ শতাংশ সে সকল রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত যারা ধর্মকে রাজনীতিতে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করেন।

আমাদের গবেষণায় প্রাপ্ত সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কিছু মূল কথা শুনলেন। এখন সম্ভবত: সমস্যার সমাধান প্রসংগে (যা নিয়ে বর্তমান সরকার, মন্ত্রীসভা ও পার্লামেন্ট কমিটির চিন্তাভাবনা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে) আমরা কি বলতে চেয়েছি সে বিষয়ে অতি সংক্ষেপে দু'একটা কথা বলা প্রয়োজন। মূল পুস্তকে আমরা ২৩ গুচ্ছ সমাধানের কথা বলেছি। আর সেই সাথে সমস্যাটি যেহেতু অত্যন্ত জটিল সে জন্যই সমাধান নিমিত্তে অনুকূল পরিবেশ (enabling environment) সৃষ্টির জন্য ১৬-টি পূর্বশর্তের কথাও উল্লেখ করেছি। সমাধানযোগ্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বেদখলকারী গোষ্ঠি ও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্টরা ইতোমধ্যে পরিকল্পিতভাবেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা প্রকাশ্যে প্রচার করছেন। ইদানিং দু'এক জন আইনবিশারদ এমন কথাও বলছেন যে "কেহ যদি তাহার পরিধেয় বস্ত্র ফেলিয়া যায় এবং অন্যে যদি তাহা তুলিয়া নেয় তবে ইহাকে চুরি বলা সঙ্গত নয়"। আমরা আইন বিশেষজ্ঞ নই, তবে শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা অমূলক হবে না যে ঐ "পরিধেয় বস্ত্র" তিনি স্বেচছায় খুলেছেন না'কি খুলে ফেলা হয়েছে? তিনি কি বাধ্য হয়ে জীবনের ভয়ে বস্ত্র ত্যাগ করেছেন? অবস্থা যেটাই হোক না কেন ঐ বস্ত্র সরকারের অনুমতি বিনে ব্যবহার করা অবশ্যই চুরি। কারণ শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতাধীন সম্পদ-সম্পত্তির মালিক সরকার নয়, সরকার হ'ল রক্ষক/জিম্মাদার (custodian not owner)। সরকারের আইনগত বাধ্যবাধকতা হ'ল ঐ সম্পত্তি বন্দোবস্ত (লিজ) দেয়া এবং বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে মূল মালিক ও তার উত্তরাধিকারদের অগ্রাধীকার দেয়া। সরকার যখন নিজেই বলছেন যে ১ - ১.৫ লক্ষ একরের বেশি তার হাতে নেই, তখন ধরে নিলে হিসেবে কোনো ভুল হবে না যে ২০ লক্ষ একর 'চুরি' হয়েছে (আসলে চুরিকৃত সম্পদের পরিমাণ আরও বেশি)।

আমরা স্পষ্টভাবেই বলতে চেয়েছি যে সমাধান হতে হবে সুনির্দিষ্ট (specific) ও বাস্তবসম্মত (realistic)। আমরা মনে করি যে যেহেতু সমস্যাটি ভূমি সম্পদকেন্দ্রিক ও তা ঐতিহাসিক রূপ পরিগ্রহ করেছে সেহেতু আমাদের সুপারিশকৃত কোনো কোনো সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞজনের অভিমত/মতামত নেয়া প্রয়োজন। সমাধান বিষয়ক আমাদের প্রধান সুপারিশগুলো হ'ল নিম্নরূপ (পুস্তকে বিস্তারিত আছে):

১) অর্পিত সম্পত্তি আইন - আর কালক্ষেপণ না করে বাতিল করা।

২) জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দেয়া যে উক্ত আইনে হিন্দু সম্পত্তি তালিকাভুক্তকরণ এ মুহূর্ত থেকে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

৩) শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে সম্পদ প্রত্যার্পণের লক্ষ্যে মূল মালিক ও তার উত্তরাধিকারীদের বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন করা (জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির বিবরণসহ)।

৪) সমস্যার প্রকৃত সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সরকারি রক্ষণাবেক্ষণাধীন সম্পত্তি মূল মালিক/ উত্তরাধিকারীদের কাছে লীজ্ (বন্দোবস্ত) দেয়া।

৫) শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে অধিগৃহিত যা কিছু ৯৯ বছরের লীজ্ (বন্দোবস্ত) দেয়া হয়েছে সেগুলো বাতিল করে মূল মালিক/উত্তরাধিকারীদের ফিরিয়ে দেয়া।

৬) সম্পত্তি প্রত্যার্পণে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার (priority) দেয়া, যেমন

   ক) অর্পিতকরণ প্রক্রিয়ায় যারা ভূমিহীন ও নিঃস্ব হয়েছেন

   খ) যে সব পরিবারের প্রধান হলেন মহিলা

   গ) অর্পিতকরণের ফলে যারা বসতভিটা হারিয়েছেন

   ঘ) অর্পিত মন্দির, প্রার্থনাস্থল, শ্মশান ঘাট ইত্যাদি

   ঙ) তহসিলদারসহ ভূমি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যে সব সম্পত্তি দখল করেছেন

   চ) যে সকল ক্ষেত্রে প্রায় সকল উত্তরাধিকারী এ দেশের নাগরিক

   ছ) ১৯৬৫-৭১ পর্যন্ত যাদের সম্পত্তি শত্রু-সম্পত্তি হয়েছে এবং যারা/যাদের আইনী উত্তরাধিকার এদেশের নাগরিক।

৭) বেদখলকৃত/জবরদখলকৃত সম্পত্তি (যা সরকারিভাবে বন্দোবস্তকৃত নয়) চিহ্নিত করে বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন করা ।

৮) যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সম্পত্তি প্রত্যার্পণ বিভিন্নকারণে বিলম্বিত হতে পারে অথবা সমাধান বিঘ্নিত হতে পারে তাদের জন্য বিশেষ 'ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ' এর ব্যবস্থা করা । ক্ষতিপূরণ প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সরকারি খাস জমি, বন্ড, ঋণ সুবিধা (অর্থে এবং/ অথবা পণ্যে) ইত্যাদি ।

৯) যে সকল শত্রু/অর্পিত সম্পত্তির আইনগত দাবিদার (উত্তরাধিকারী) অনুপস্থিত সে সকল সম্পত্তি মানব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে দারিদ্র বিমোচনে ও ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র হিন্দুজনগোষ্ঠির উন্নয়নে ব্যবহার করা ।

১০) শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি সমস্যা সমাধানে সকল হিসেব-পত্তর নির্ভুলভাবে রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে 'অর্পিত সম্পত্তি ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা ।

১১) আইন বাতিল করে সমস্যার সমাধানকাজ শুরু করা যেতে পারে সে সকল অঞ্চলে যেখানে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় ।

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ১০ লক্ষ হিন্দু পরিবার ২১ লক্ষ একর ভূ-সম্পত্তি হারিয়েছেন । অমানবিক এই সমস্যাটি গত ৩৫ বছর যাবৎ জিইয়ে রাখা হয়েছে ; ভূ-সম্পত্তি হাত বদল হয়েছে যে কারণে অনেক ক্ষেত্রেই আইনগতভাবে প্রকৃত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করাও হয়ত বা দুষ্কর ; সরকার বলছেন তাদের হাতে মাত্র ১-১.৫ লক্ষ একর ভূ-সম্পত্তি আছে অর্থাৎ প্রায় সকল সম্পত্তি সরকারের বেহাত হয়েছে; জোরদখলকারীরা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতা বলয়ের সাথে সুসম্পর্কিত - সুতরাং কেউ কেউ ভাবছেন যে সমস্যার সমাধানে আমাদের প্রদত্ত সুপারিশ/পরামর্শ আকাশ-কুসুম ও কল্পনা প্রসুত অথবা যথেষ্ট বাস্তবমুখী নয় । এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট - সমস্যাটি মনুষ্য সৃষ্ট কিন্তু মনুষ্য বিরোধী । সুতরাং সভ্য সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাধান হতেই হবে, নচেৎ ভবিষ্যতে একই ধরণের এবং অপেক্ষাকৃত বড় মাপের ঐতিহাসিক বিপর্যয় অনিবার্য ।

সমস্যাটির সমাধান সম্ভব । সমাধানের লক্ষে তিনটি মৌলিক পূর্বশর্ত পূরণ করতে হবেঃ

প্রথম: গণতন্ত্রী সরকারকে সমস্যাটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে স্বীকার (recognition) করতে হবে;

দ্বিতীয়: সমস্যা সমাধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ/অঙ্গীকারাবদ্ধ (commitment) হতে হবে, এবং

তৃতীয়: সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা (competence) অর্জন করতে হবে ।

শুধুমাত্র ভোট-কেন্দ্রিক ইস্যুকরণ সমস্যার সমাধানে ইতিবাচক কোনো ভূমিকাই রাখবে না । বিষয়টিকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখতে হবে যেখানে মানব উন্নয়নে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তি, কৃষক সংগঠনসহ বিভিন্ন স্তরের সুশীল সমাজকে পূর্ণমাত্রায় সম্পৃক্ত করতে হবে । সমস্যার সমাধানে ভূমি অফিসের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভর করতে হবে Substantive Public Actions এর উপর । মনুষ্য সৃষ্ট এ মহাবিপর্যয় থেকে উত্তরণ জরুরি । বিলম্ব অধিকতর বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে । এ মহাবিপর্যয় থেকে উত্তরণে দুটি বিষয়ের সম্মিলন প্রয়োজন: (১) উষ্ণ হৃদয় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাহসী নেতৃত্ব (insightful leadership with cool head, courage and warm heart), (২) জনগণের সুদৃঢ় অংশগ্রহণ (substantive public actions) ।